গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশি বাজার, ঢাকা-১২১১
www.prison.gov.bd

স্মারক নং-৪৪.০৪.০০০০.০২২.১২.০০১.২০২৬- ৫৬

তারিখঃ ২২ মাঘ ১৪৩২ / ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বিষয়ঃ জেলার সম্মেলন ২০২৬ সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ১০/০১/২০২৬ তারিখে কারা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জেলার সম্মেলন ২০২৬ সভার কার্যবিবরণী এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। উল্লেখ্য, উক্ত কার্যবিবরণীর আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন এবং এর অগ্রগতি প্রতিমাসের ০৫ তারিখের মধ্যে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: কার্যবিবরণী--০৮-- পাতা।

০৫.০২.২০২৬
(আবুল বাশার)
বিজে নং ০২৭৬০১০০২৮১
সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)
পক্ষে-কারা মহাপরিদর্শক
ফোনঃ ৫৭৩০০৪৬৬ (দপ্তর)
aig.adm@prison.gov.bd

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১. কারা উপ মহাপরিদর্শক, সকল বিভাগ;
২. কমান্ড্যান্ট, কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী;
৩. সিনিয়র জেল সুপার/জেল সুপার, সকল কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগার;
৪. সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (সকল), কারা অধিদপ্তর, ঢাকা;
৫. জেল সুপার, হসপিটালাইজড প্রিজনার্স সিকিউরিটি ইউনিট, নাজিম উদ্দিন রোড ঢাকা;
৬. জেল সুপার, প্রিজন্স ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা;
৭. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা। **পত্রটি কারা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো;**
৮. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংস্থাপন (স: দ:), কারা অধিদপ্তর, ঢাকা;
৯. উপ সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (অপারেশন), কারা অধিদপ্তর, ঢাকা;
১০. প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সকল), বাজেট অফিসার/পরিসংখ্যানবিদ/স্টাফ অফিসার/ডেপুটি জেলার (সকল)/ডিপ্লোমা নার্স, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা;
১১. শাখা প্রধান, সকল শাখা, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা;
১২. ব্যক্তিগত সহকারী, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা। বিষয়টি কারা মহাপরিদর্শক/অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক (সকল)/কারা উপ মহাপরিদর্শক (সকল) মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য; এবং
১৩. গার্ড ফাইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশি বাজার, ঢাকা-১২১১
www.prison.gov.bd

১০ জানুয়ারি'২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলার সম্মেলনের কার্যবিবরণী:

সভাপতি	:	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মোঃ মোতাহের হোসেন
তারিখ ও সময়	:	১০ জানুয়ারি'২০২৬, রোজ শনিবার, সকাল ০৯:০০টা
স্থান	:	কারা অধিদপ্তর সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক'

সম্মেলনের আলোচ্য-সূচি:

- **অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও অর্থ) মহোদয়ের স্বাগত বক্তব্য ও উপস্থাপনা বিষয়: Leadership made simple but not easy;**
- **অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক (অপারেশন ও প্রশিক্ষণ) মহোদয়ের কারাগারে সমসাময়িক উন্নয়নমূলক কাজের উপস্থাপনা;**
- **অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন ও সংশোধন) মহোদয়ের বন্দি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত উপস্থাপনা;**
- **সম্মানিত কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের উদ্বোধনী ভাষণ;**
- **কারাগার/দপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত পয়েন্টসমূহের উপর আলোচনা;**
- **সম্মেলনে উপস্থিত কর্মকর্তা কর্তৃক তাৎক্ষণিক উত্থাপিত পয়েন্টসমূহের উপর আলোচনা;**
- **বিবিধ;**
- **সম্মানিত কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের সমাপনী ভাষণ;**
- **মাদক সচেতনতা, স্টাফ কল্যাণ মাস ও ICT Awareness মাসের Best Performance Award প্রদান;**
- **কর্মকর্তাদের বিদায় সংবর্ধনা।**

পবিত্র কোরআন তেলোয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। জেলার সম্মেলনের অনুষ্ঠানটিকে ৩টি পর্বে ভাগ করা হয়। নিম্নে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো:

(i) এ পর্যায়ে অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন) কর্নেল মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে '**Leadership made simple but not easy**' এর উপর একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন (**পরিশিষ্ট খ**)।

(ii) অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক (অপারেশন) কর্নেল মোঃ তানভীর হোসেন '**কারাগারে সমসাময়িক উন্নয়নমূলক কাজ**' এর উপর একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন (**পরিশিষ্ট গ**)।

(iii) অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক (বন্দি ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন '**বন্দি ব্যবস্থাপনা**' এর উপর একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন (**পরিশিষ্ট ঘ**)।

(iv) সম্মানিত কারা মহাপরিদর্শক উপস্থিত সকলকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন (**পরিশিষ্ট ঙ**)।

(v) এ পর্যায়ে জেলারগণ কর্তৃক উত্থাপিত পয়েন্টসমূহের উপর প্রদত্ত মতামত/সিদ্ধান্ত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

নং	উত্থাপিত পয়েন্ট	প্রস্তাবনা	মতামত/সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	আপগ্রেডেশন	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার জনাব মোহাম্মদ মাসুদ হাসান জুয়েল জানান যে, কারা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/বাহিনীর ন্যায় বেতন গ্রেড উন্নীত না হওয়ায় কর্মরত সদস্যরা হীনমন্যতায় ভুগছে এবং যথাযথ সম্মান প্রাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটছে বিধায় বেতন গ্রেড উন্নীত (আপগ্রেডেশন) করণের ব্যবস্থা করা।	কারা মহাপরিদর্শক মহোদয় জানান যে, কারা কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন গ্রেড ও পদমর্যাদার বৈষম্য দূরীকরণের প্রস্তাব কারা অধিদপ্তরের পত্র নং ৪৫৭ তারিখ ০১/১০/২০২৪ তারিখ মূলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ জেলকে বাংলাদেশ কারেকশন সার্ভিস করার প্রস্তাবনা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রস্তাবনা অনুমোদনের পর আপগ্রেডেশনের সংশোধিত প্রস্তাব পুনরায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণপূর্বক নির্বাচন পরবর্তী সরকারের মাধ্যমে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	কারা অধিদপ্তর (সংস্থাপন ১ শাখা)
০২	জনবল বৃদ্ধি	গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারের জেলার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন জানান যে, প্রায় প্রত্যেক কারাগারের প্রয়োজনের তুলনায় জনবলের অনেক	অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন) জানান যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক কারা অধিদপ্তরের জন্য ১৮/১১/২০২৪ তারিখে ০৫ অর্থ বছরে ১৮৯৯ সংখ্যক জনবল সৃজন করা	কারা অধিদপ্তর (সংস্থাপন ১ শাখা)

		ঘাটতি রয়েছে। যার ফলে কারা নিরাপত্তা নিশ্চত করণে কারা প্রশাসনকে হিমশিমে পড়তে হয়। তাই কারা বিভাগে প্রয়োজনীয় জনবল পদায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	হয়। উক্ত সৃজিত পদের মধ্যে কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষী ৮৬৬টি পদে জনবল নিয়োগ করে কারাগারে পদায়ন করা হয়েছে। এছাড়া কারাগারের আয়তন, বন্দির ধরণ ও প্রকৃতি, বন্দির সংখ্যা, প্রযুক্তির ব্যবহার, ভবন ও স্থাপনার ধরণ ইত্যাদি বিবেচনা করে কারাগারসমূহের শ্রেণিভেদ পূন:নির্ধারণ এবং বিদ্যমান জনবল এবং যানবাহন পূন:নির্ধারিত শ্রেণিভেদ অনুযায়ী কারাগারসমূহে যৌক্তিকভাবে পূর্ণবন্টন সংক্রান্তে একটি প্রস্তাবনা প্রস্তুত করার জন্য গত ১১/১২/২০২৫ তারিখ ০৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১,৫০০ জন জনবল সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	
০৩	সিনিয়র জেল সুপার/ জেল সুপারের অনুপস্থিতকালীন জেলারকে দায়িত্ব পালন।	টাঙ্গাইল জেলা কারাগারের জেলার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মুহাম্মদ জাহেদুল আলম জানান যে, কারাগারে সিনিয়র জেল সুপার/ জেল সুপারের অনুপস্থিতকালীন জেলারকে কারাগারের সার্বিক দায়িত্ব পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	কারা মহাপরিদর্শক মহোদয় জানান যে, সিনিয়র জেল সুপার/ জেল সুপার অনুপস্থিতকালীন জেলারকে সিনিয়র জেল সুপার/জেল সুপারের দায়িত্ব পালনের বিষয়টি অনুমোদনের জন্য কারা অধিদপ্তরের পত্র নং-২৯১ তারিখ-১৮/০৬/২০২৫ মূলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। বিষয়টি বিধির সাথে সম্পর্কিত। তবে বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে অন্য দপ্তর/কারাগার হতে সাময়িক প্রেষণ দেয়া হচ্ছে।	কারা অধিদপ্তর (সংস্থাপন ১ শাখা)
০৪	কারাগারে পর্যাপ্ত সংখ্যক নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল জনবল নিয়োগ।	নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারের জেলার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ ফেরদৌস মিঞা জানান যে, কারাগারসমূহে সময়োপযোগী আধুনিকমানের পর্যাপ্ত সংখ্যক নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল জনবল পদায়ন না থাকায় কারাগারে সু-নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে দুর্ভোগ পোহাতে হয়।	অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন) জানান যে, ক) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ক্রয় ও সংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলামান রয়েছে। খ) দক্ষ আইসিটি জনবল বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যে ০২ ব্যাচে ৬০ জন প্রশিক্ষণ ও পদায়ন করা হয়েছে। আগামী ০৪ মাসের মধ্যে আরো ৬০ (ষাট) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক কারাগারসমূহে পদায়ন করা সম্ভব হবে।	কারা অধিদপ্তর (উন্নয়ন শাখা ও প্রশিক্ষণ শাখা)
০৫	বিদ্যমান র‍্যাংক ব্যাজ ও পোশাকের রঙ পরিবর্তন।	রাজবাড়ী জেলা কারাগারের জেলার জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ জানান যে, বর্তমানে প্রচলিত র‍্যাংক ব্যাজ পরিবর্তন করে পূর্বের ন্যয় পিপস প্রবর্তন করা, মাঠ পর্যায়ে সমন্বয়পূর্বক পোশাকের রঙ নির্ধারণ করা।	অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন) জানান যে, কারাগারের বর্তমান পোশাক যুগপোযোগী ও আধুনিক। অন্য কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/সিকিউরিটি কোম্পানী যাতে কারাগারের নির্ধারিত পোশাক পরিধান করতে না পারে সেজন্য মন্ত্রণালায়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	কারা অধিদপ্তর (ক্রয় ও সরবরাহ শাখা)
০৬	জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের সুযোগ বৃদ্ধি করণ।	বিশেষ কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন জানান যে, কারা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অন্যান্য বাহিনীর ন্যায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন গমণের সুযোগ বৃদ্ধি করা।	কারা মহাপরিদর্শক মহোদয় জানান যে, ক) ইতোপূর্বে ৫৬জন কর্মকর্তা মনোনয়ন করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। তাদের রিকুইজেশন পাওয়া গেলে মিশনে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হবে। মিশনের তথ্য পাওয়ার জন্য যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	কারা অধিদপ্তর (প্রশিক্ষণ শাখা)
০৭	কারা হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসকের পাশাপাশি ডিপ্লোমা নার্স,	ফরিদপুর জেলা কারাগারের জেলার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মনির হোসেন জানান যে, কারা বন্দিদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে কারা হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক নার্স, মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট ও অন্যান্য	অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন) জানান যে, দেশের কারাগারসমূহে প্রেষণে নিয়মিতভাবে ০২ জন এবং সংযুক্তিতে ১০৩ জন মোট ১০৫ জন চিকিৎসক কর্মরত রয়েছেন। শূন্য পদে চিকিৎসক পদায়নের বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের সাথে	কারা অধিদপ্তর (সংস্থাপন ১ ও সংস্থাপন ৩ শাখা)

	মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট ও অন্যান্য টেকনিক্যাল জনবল নিয়োগ।	টেকনিক্যাল জনবল নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	পত্রালাপ অব্যাহত রয়েছে। ৫৫টি ডিপ্লোমা নার্স পদে নিয়োগ কার্যক্রম পিএসসিতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সম্প্রতি নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করে ৩০ জন ফার্মাসিস্টকে বিভিন্ন কারাগারে পদায়ন করা হয়েছে।	
০৮	বাংলাদেশ জেলকে কারেকশন সার্ভিস বাংলাদেশ এ রুপান্তর করণ এবং স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো গঠন।	মানিকগঞ্জ জেলা কারাগারের জেলার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ জাবেদ হোসেন জানান যে, কারা বিভাগ কারাগারে আটক বন্দিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সংশোধনের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে সুরক্ষা প্রদান করণের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বন্দিদের দক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষা এবং কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসনের জন্য প্রস্তুত করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কারা বিভাগ বহন করে। কারাগারকে কারেকশন সার্ভিস বাংলাদেশ এ রুপান্তর করণ এবং নতুন বেতন কাঠামো গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে উপরোক্ত দায়িত্বে আরো গতিশীলতা আসবে।	অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন) জানান যে, বাংলাদেশ জেলের সার্ভিস নাম পরিবর্তন করে Bangladesh Custodial And Correctional Service করার প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	কারা অধিদপ্তর (আইন শাখা)
০৯	মাসিক রিটার্ন গুলো পর্যালোচনা করা।	কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ জাকির হোসেন জানান যে, মাসিক রিটার্নগুলো সকল ডিভিশনে এক নয়। আবার কাগজের অপচয় হয়।	কারা মহাপরিদর্শক মহোদয় জানান যে, প্রস্তাবটি যৌক্তিক, এ বিষয়ে পূর্ব থেকে চলে আসা কোন কোন রিটার্ন বর্তমানে বাদ দেওয়া যেতে পারে সে লক্ষ্যে রিভিউ কমিটি গঠন করা যেতে পারে।	কারা অধিদপ্তর (প্রশাসন শাখা)
১০	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যথাসময়ে পদোন্নতি	লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগারের জেলার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব নুর মোহাম্মদ সোহেল জানান যে, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যথাসময়ে পদোন্নতি প্রদান।	কারা মহাপরিদর্শক মহোদয় জানান যে, বিগত এক বছরে অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক/ সিনিয়র জেল সুপার হতে সহকারী প্রধান কারারক্ষী পর্যন্ত এবং সকল স্তরের সিভিল শূন্য পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত রাখা হবে।	কারা অধিদপ্তর (প্রশাসন, সংস্থাপন ১, সংখ্যাপন ২ ও সংস্থাপন ৩ শাখা)
১১	কারাগারকে সংশোধনাগার গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিটি কারগারে ০২ টি করে জেলার এর পদ থাকা প্রয়োজন।	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এর জেলার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ আবুল হোসেন জানান যে, (১) সময়ে সময়ে কাজের নব নব কাজের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পেলেও অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি না হওয়ায় জেলার কে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়। (২) কেন্দ্রীয় কারাগারগুলোতে বহুমূখী কাজ পরিচালনা করতে হয়। এখানকার সার্বিক দিক যেমন বন্দি ব্যবস্থাপনা এবং স্টাফ ব্যবস্থাপনা একজন জেলারকে তদারকি করতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য কাজের পৃথকীকরণসহ সৃজনশীলতা আনয়নের জন্য ০২টি জেলার পদ দরকার। (৩) এছাড়াও কারাগারগুলো সংশোধনাগার হিসেবে রুপান্তরের জন্য স্টাফ ও বন্দিদের মধ্যে সৃজনশীল, উৎপাদন ও উন্নয়নমূলক কাজের ট্রেনিং এর ব্যবস্থাপনা করার জন্য অতিরিক্ত একজন জেলার প্রয়োজন।	অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন) জানান যে, কারাগারের ধরণ, বন্দি সংখ্যা, নিরাপত্তা ঝুঁকি (যেমন- হাইসিকিউরিটি কারাগার) ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রতিটি কারাগারে ০২ এর অধিক জেলার পদায়ন করা যৌক্তিক; এ বিষয়ে নতুন অর্গানোগ্রামে সেই সাথে কারেকশনাল সার্ভিসে রুপান্তরিত হলে প্রস্তাবিত কর্মকর্তার সংকট দূর করা সম্ভব হবে। পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ অথবা বড় কোন একটি কারাগারে ০২ জন জেলার পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	কারা অধিদপ্তর (সংস্থাপন ১ শাখা)
১২	জেলারদের ঝুঁকি ভাতা প্রদান	জামালপুর জেলা কারাগারের জেলার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব লিপি রানী সাহা জানান যে, কারাগারে কারারক্ষী হতে ডেপুটি জেলার পর্যন্ত ঝুঁকি ভাতা প্রদান করা হয়। জেলারকে সার্বক্ষণিক কারাগারে উপস্থিত	কারা মহাপরিদর্শক মহোদয় জানান যে, কারাগারের সকল পদে ঝুঁকি ভাতা /বিশেষ ভাতার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা তুলে ধরে বেতন কমিশন বরাবরে পত্র প্রেরণ ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে।	কারা অধিদপ্তর (সংস্থাপন ২ ও বাজেট শাখা)

		থেকে বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করতে হয়। জরুরি মুহূর্তে কিংবা বন্দি বিদ্রোহ বা বন্দিদের মধ্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে জেলারকেই অগ্রভাগে থেকে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয় যা ঝুঁকি পূর্ণ। জুলাই আগস্ট/২৪ দেশের বিভিন্ন কারাগারে বন্দি বিদ্রোহ হয় এবং বাহির থেকেও কারাগার আক্রমন করা হয় যার প্রেক্ষিতে অন্যান্য গার্ডিং স্টাফদের সাথে সাথে জেলারগণ আক্রমনের স্বীকার হয়ে আহত হন।		
১৩	জেলার হতে তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাদের সরকারিভাবে রিভলবারসহ গানম্যান প্রদান	মাগুরা জেলা কারাগারের জেলার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ ইব্রাহিম জানান যে, জেলার হতে তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাদের সরকারিভাবে রিভালবারসহ গান ম্যান থাকলে নিরাপত্তা ও কাজের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে	অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন) জানান যে, কারাগারে নন-লিথাল কিন্তু কার্যকর গান সংযোজন করার জন্য নমুনা যাচাই-বাছাই ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যা অনুমোদিত হলে ইউনিফর্মের সাথে নন-লিথাল গান ব্যবহার করা যাবে।	কারা অধিদপ্তর (ক্রয় ও সরবরাহ শাখা)
১৪	কারা ব্যবস্থাপনা	কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার-১ এর জেলার জনাব ফারহানা আক্তার জানান যে, খাদ্য দ্রব্যের দরপত্র বছরে ২ বারের পরিবর্তে প্রতিবছর ১ বার আহবান করা।	অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন) জানান যে, দরপত্রের ভলিউম ও আর্থিক মূল্য সীমিত রাখা; মালামাল সরবরাহে সুবিধা, সরকারের আর্থিক সাশ্রয় ও মৌসুমি তরিতরকারী দামের ভিন্নতা হওয়ায় বছরে ০২ বার দরপত্র আহবান করা অধিক যুক্তিসংগত।	কারা অধিদপ্তর (ক্রয় ও সরবরাহ শাখা)
১৫	ডিজিটাল সিস্টেমে কারা ক্যান্টিনের হিসাব	কক্সবাজার জেলা কারাগারের জেলার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ দেলোয়ার জাহান জানান যে, কারা ক্যান্টিনের হিসাব স্বচ্ছতার জন্য কারা বিভাগে ডিজিটাল সিস্টেম নেই।	কারা মহাপরিদর্শক মহোদয় জানান যে, ক্যান্টিনের হিসাব নিকাশের জন্য পিসি রিপোর্ট নামে একটি সফটওয়্যার চালু আছে। এছাড়াও আরও উন্নত উপায়ে সকল কারাগারের জন্য ডিজিটাল সিস্টেম চালুর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হবে।	কারা অধিদপ্তর (আইসিটি সেল)
১৬	অ্যাম্বুলেন্স	নরসিংদী জেলা কারাগারের জেলার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব হুমায়ুন কবীর জানান যে, প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক বন্দি বহিরাগত ও অসুস্থ অবস্থায় কারাগারে আগমন করেন। অ্যাম্বুলেন্স এর অভাবে তাদেরকে নিয়মিত বাহির হাসপাতালে প্রেরণ করে উন্নত চিকিৎসা প্রদানে বিঘ্ন ঘটে।	সকল কারাগারের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যাম্বুলেন্স টিওএন্ডই-ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া সকল কারাগারে অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গেছে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে কারাগারের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় ও সরবরাহ করা সম্ভব হবে।	কারা অধিদপ্তর (উন্নয়ন শাখা)
১৭	ওয়াশিং প্ল্যান্ট স্থাপন	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ মনির হোসেন চৌধুরী জানান যে, কারাগারের বন্দিদের ব্যবহৃত কম্বলগুলো সশ্রম কয়েদি দ্বারা পরিস্কার করানো হয়। বর্তমানে অধিকাংশ কারাগারে সশ্রম কয়েদি বন্দি সংখ্যা কম। এছাড়াও কয়েদি বন্দি থাকলেও তাদের দিয়ে নিয়মিত কম্বল পরিস্কার করানো বেশ কষ্টকর। অনেক সময় যথাযথভাবে পরিস্কারের অভাবে চর্মরোগসহ অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এজন্য কারাগারে ওয়াশিং প্ল্যান্ট স্থাপন স্থাপন করা প্রয়োজন।	বর্তমানে যে সকল কারাগারে ওয়াশিং প্ল্যান্ট রয়েছে তা সচল রাখা এবং পার্শ্ববর্তী কারাগারকে উক্ত প্ল্যান্ট ব্যবহার করে কম্বল ধৌত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।	সংশ্লিষ্ট কারাগার ও কারা অধিদপ্তর (উন্নয়ন শাখা)
১৮	প্রত্যেক কারাগারের	পাবনা জেলা কারাগারের জেলার জনাব মোহাম্মদ ইউনুস জামান জানান যে,	কারা মহাপরিদর্শক জানান যে, পেরিমিটার দেয়ালের উপর ইলেকট্রিক ফেন্সিং স্থাপন	সংশ্লিষ্ট কারাগার ও

	পেরিমিটার ওয়ালের ওপর ইলেক্ট্রিক ফেন্সিং স্থাপণ।	দেশের প্রতিটি কারাগারে পেরিমিটারের ওপর ইলেক্ট্রিক ফেন্সিং নেই। নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিটি কারাগারের পেরিমিটার ওয়ালের ওপর ইলেক্ট্রিক ফেন্সিং স্থাপন করার প্রয়োজন।	একদিকে ব্যয়বহুল, অপরদিকে বাস্তবতা বিবেচনায় ঝুঁকিপূর্ণ। সরকারের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত মোতাবেক পেরিমিটার দেয়ালের উচ্চতা ১৮ ফুট থাকা আবশ্যক। যে সকল কারাগারের পেরিমিটার দেয়ালের উচ্চতা ১৮ ফুট এর কম, সে সকল কারাগারের পেরিমিটার দেয়াল পর্যায়ক্রমে ১৮ ফুটে উন্নীত করা হবে।	কারা অধিদপ্তর (উন্নয়ন শাখা)
১৯	পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণ	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার জনাব মোঃ মোশফিকুর রহমান জানান যে, প্রত্যেকটি কারাগারে নিরাপত্তার স্বার্থে বাহিরে পর্যবেক্ষণ টাওয়ার স্থাপন;	কারা মহাপরিদর্শক জানান যে, প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন এবং নির্মিতব্য কারাগারে পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। এছাড়া অনেক কারাগারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে সকল কারাগারে পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নেই, সেখানে পর্যায়ক্রমে নির্মাণের ব্যবস্থা করা হবে। কারা কর্তৃপক্ষকে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য বলা হলো।	সংশ্লিষ্ট কারাগার ও কারা অধিদপ্তর (উন্নয়ন শাখা)
২০	পার্বত্য জেলাগুলোতে কর্মকর্তা/কর্মচারী দের পর্যাপ্ত বাসার ব্যবস্থা করা	খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারের জেলার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম জানান যে, পার্বত্য জেলার কারাগারগুলোতে পর্যাপ্ত বাসা না থাকায় বাহিরে বাসা ভাড়া করে থাকতে হয়। এতে কারাগারের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভবনা থাকে।	কারা মহাপরিদর্শক মহোদয় জানান যে, পার্বত্য জেলার তিনটি কারাগার সম্প্রসারণ/ পুনঃনির্মাণের জন্য মাস্টারপ্লান প্রণয়ন করা হচ্ছে। প্রণীতব্য মাস্টারপ্লানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় আবাসন নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হবে। জেলার খাগড়াছড়ি ১০টি বাসা স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় নির্মাণের প্রস্তাব দিলে তাৎক্ষণিকভাবে তা অনুমোদন দেয়া হয় এবং ভবিষ্যতে মাস্টার প্লানে ভাঙ্গা পড়বে না এমন স্থানে বাসাগুলো নির্মানের নির্দেশ প্রদান করা হয়।	খাগড়াছড়ি জেলা কারাগার ও কারা অধিদপ্তর (উন্নয়ন শাখা)
২১	প্রাকৃতিক অপরূপ সৌন্দর্যমন্ডিত রাঙ্গামাটি জেলার, "রাঙ্গামাটি জেলা কারাগার" এ ০২তলা বিশিষ্ট ০১ টি রেস্ট হাউজ নির্মাণ।	রাঙ্গামাটি জেলা কারাগারের জেলার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব সাইমুর উদ্দিন জানান যে, রাঙ্গামাটি জেলা একটি পর্যটন এলাকা। কারা পরিবারের সদস্যবৃন্দ ছুটিকালীন সময়ে বিনোদনের জন্য রাঙ্গামাটিকে বাছাই করে নিতে পারেন এবং কর্মকর্তা, কর্মচারীরদের স্বল্প খরচে থাকা খাওয়াসহ বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	কারা মহাপরিদর্শক জানান যে, রাংগামাটি জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মাস্টারপ্লানে রেস্ট হাউজ নির্মাণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া, কক্সবাজার, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও মৌলভীবাজার জেলা কারাগারেও রেস্ট হাউস নির্মাণ করা হবে। এ লক্ষ্যে বিভাগীয় কারা উপ মহাপরিদর্শক একটি নান্দনিক ডিজাইন প্রস্তুত করতঃ আগামী মার্চ মাসের মধ্যে কারা সদর দপ্তরে বাজেট সংকুলানের জন্য প্রেরণ করবেন।	সংশ্লিষ্ট কারা উপ মহাপরিদর্শকের দপ্তর, সংশ্লিষ্ট কারাগার ও কারা অধিদপ্তর (উন্নয়ন ও কল্যাণ শাখা)
২২	বন্দির মৃতদেহ সরকারিভাবে প্রেরণের নিমিত্তে আনুতোষিক প্রদান	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এর জেলার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ আরিফুর রহমান জানান যে, সকল বন্দির মৃত দেহ তার নিকট আত্মীয় স্বজনের কাছে নিজ বাড়ীতে পৌছানোর নিমিত্তে মৃতদেহ দাফন কাফনের জন্য সরকারী খরচে বাড়ীতে পৌছে দিলে মানবিকতা ও সহমর্মিতার বহি:প্রকাশ পাবে। অসহায় ও দুস্থ লোকজন অনেক সময় মৃতদেহ বাড়ীতে নেয়ার জন্য আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী থাকেন না। পরবর্তীতে মৃতদেহ গ্রহণে অস্বীকৃতি/অনীহা জ্ঞাপন করেন যা অত্যন্ত দু:খজনক ও অমানবিক।	কারা মহাপরিদর্শক জানান যে, কোন বন্দি মারা গেলে আর্থিক সংকটের কারণে তার মৃত দেহ নিকট আত্মীয় স্বজন পরিবহন করতে অসমর্থ হলে কারাগারে বন্দি কল্যাণ ফান্ড থেকে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। কোন কারাগারের এ ফান্ডে স্বল্পতা থাকলে তা অবহিত করা হলে কারা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এতদসংক্রান্তে একটি সার্কুলার জারির মাধ্যমে বিস্তারিত সকলকে অবহিত করা হবে।	সংশ্লিষ্ট কারাগার ও কারা অধিদপ্তর (বন্দি ব্যবস্থাপনা শাখা)

২৩	বন্দি কোর্টে গমন ও এক কারাগার হতে অন্য কারাগারে বদলিকালে পুলিশ স্কটের পরিবর্তে কারারক্ষীদের দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগ করণ।	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ এর উপ-তত্ত্বাবধায়ক জনাব হাসনা জাহান বিথী জানান যে, কারাগার হতে বন্দিগণ কোর্টে গমন ও এক কারাগার হতে অন্য কারাগারে স্থানান্তরকালে পুলিশ সদস্য কর্তৃক প্রায় সময়ে বিভিন্ন ধরণের অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করেন মর্মে মন্তব্য/অভিযোগ পাওয়া যায়। উক্ত সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে বন্দি স্থানান্তরকালে পুলিশ স্কটের পরিবর্তে কারারক্ষী/মহিলা কারারক্ষী দায়িত্ব পালনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক জানান যে, ক) বর্তমান জনবল দিয়ে বন্দি স্থানান্তরের স্কট করা সম্ভব নয়। জনবল বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান। খ) বন্দি স্থানান্তরকালীন অস্ত্র ও গুলি পরিবহন করা বিদ্যমান আইনে অনুমোদিত নয়। গ) কারাগার হতে কারেকশনাল সার্ভিস হওয়ার আইনগত রুপান্তরের সময় বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনা করা হবে।	কারা অধিদপ্তর (আইন শাখা)
২৪	মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত বন্দিদের রিট পিটিশন কারা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রেরণ।	মুন্সিগঞ্জ জেলা কারাগারের জেলার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব সৈয়দ হাসান আলী জানান যে, মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত বন্দি কারাগারে আগমনের পর কারা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ হতে মৃত্যুদন্ড বহাল থাকলে মহামান্য আপীল বিভাগে আপীল করা হয়। কিন্তু মহামান্য আপীল বিভাগ মৃত্যুদন্ড বহাল রেখে রায় প্রদান করলে কারা কর্তৃপক্ষ রিভিউ পিটিশন করতে না পেরে সরাসরি মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রাণ ভিক্ষার আবেদন প্রেরণ করেন।	কারা মহাপরিদর্শক জানান যে, বর্তমানে কারা বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে, বিদ্যমান জেল কোডে রিভিউ করতে আইনগত বাঁধা নেই কিন্তু এতে কোর্ট ফিসহ আনুসাঙ্গিক ব্যয় অত্যাধিক বিধায় প্রস্তাবিত নতুন কারা বিধিতে বিষয়টি সংযোজনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	কারা অধিদপ্তর (আইন শাখা)
২৫	কারা বন্দিদের সকালের নাস্তা হিসেবে প্রদত্ত রুটি তৈরির জন্য অটোমেটিক রুটি মেকার মেশিন সরবরাহের ব্যবস্থা করা।	পঞ্চগড় জেলা কারাগারের জেলার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ আখেরুল ইসলাম জানান যে, বর্তমানে কারা বন্দিদেরকে সপ্তাহে ০৪ (চার) দিন সকালের নাস্তা হিসাবে রুটি ও সবজি প্রদান করা হয়ে থাকে। রুটি তৈরির জন্য কারা বন্দিদেরকে রাত জেগে কাজ করতে হয়। বর্তমানে কারাগার গুলোতে সশ্রম সাজাপ্রাপ্ত বন্দির সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় এবং রুটি তৈরির জন্য দক্ষ বন্দির অপ্রতুলতায় নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়া রুটি তৈরির জন্য সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদেরকে রাতের বেলায় ওয়ার্ড থেকে বের করে রান্নাঘরের কাজে নিয়োজিত করা হয় যা কারা নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। উক্ত সমস্যা সমাধান কল্পে কারাগারসমূহের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে অটোমেটিক রুটি মেকার মেশিন ক্রয় করে সরবরাহ করা হলে বন্দি শ্রম ও কারা নিরাপত্তা ঝুঁকি হ্রাস পাবে। এছাড়া তুলনামূলকভাবে রুটি তৈরিতে জ্বালানী কাঠের ব্যয়ের চেয়ে বৈদ্যুতিক ব্যয় কম হবে বিধায় সরকারি অর্থের সাশ্রয় হবে।	কারা মহাপরিদর্শক জানান যে, রুটি তৈরি সহজ করার জন্য এবং মানসম্মত করার লক্ষ্যে রুটি মেকার মেশিন ক্রয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ০১জন ডেপুটি জেলার ও ০১ জন কারারক্ষীকে এতদসংক্রান্তে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য China ভ্রমণ করানো হয়েছে।	কারা অধিদপ্তর (উৎপাদন শাখা)
২৬	বন্দির সাক্ষাৎ স্লিপ, পিসির টাকা জমা নেয়ার রশিদ, পিসি কার্ড, রেজিস্টার ইত্যাদি সরকারীভাবে	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার-১ এর জেলার জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম জানান যে, কারাগারে দর্শনার্থী ও বন্দিগণ বিধি মোতাবেক সাক্ষাৎ করেন। তার জন্য সাক্ষাৎ স্লিপ প্রদান করা হয়। আবার বন্দির আত্মীয় কর্তৃক বন্দির জন্য টাকা প্রদান করেন যা রশিদের মাধ্যমে বুঝে নেয়া হয় এবং পরবর্তীতে বন্দিকে পিসি কার্ড করে	কারা মহাপরিদর্শক জানান যে, সমগ্র বাংলাদেশে একই ফরমেটে বন্দির সাক্ষাৎ স্লিপ, পিসি'র টাকা জমা নেওয়ার রশিদ, পিসি কার্ড এবং ক্যান্টিনের মালামাল বিক্রয়ের রশিদ করা এবং তা কেন্দ্রীয়ভাবে ছাপিয়ে সরবরাহ দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।	কারা অধিদপ্তর (বন্দি ব্যবস্থাপনা শাখা)

	সরবরাহ করণ।	দেয়া হয়। যেহেতু বন্দি সরকারিভাবে কাস্টডিয়ান প্রতিষ্ঠান হিসেবে আটক রাখা হয়। সেহেতু এটি সরকারিভাবে মুদ্রণ ও বাঁধাই করে সরবরাহ করা যেতে পারে। বর্তমানে এটি স্থানীয়ভাবে মুদ্রণ ও বাঁধাই করা হয়।		

(vi) এ পর্যায়ে উপস্থিত জেলারগণ কর্তৃক তাৎক্ষণিক উত্থাপিত পয়েন্টসমূহের উপর প্রদত্ত মতামত/সিদ্ধান্ত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

নং	উত্থাপিত পয়েন্ট	প্রস্তাবনা	মতামত/সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	বালিশ ব্যবহারের মেয়াদকাল নির্ধারণ;	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার-১ এর জেলার জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম জানান যে, কারা বন্দিদের ব্যবহার্য কম্বলের মেয়াদকাল উল্লেখ থাকলেও বালিশ ব্যবহারের মেয়াদকাল উল্লেখ নেই। মেয়াদকাল উল্লেখ না থাকায় ব্যবহারযোগ্য ও ব্যবহার অযোগ্য বালিশের পরিমাণ নির্ণয় সম্ভব হচ্ছে না।	কারা মহাপরিদর্শক মহোদয় জানান যে, একটি কমিটি গঠন করে বালিশ ব্যবহারের মেয়াদকাল নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়ে দেয়া হবে।	কারা অধিদপ্তর (ক্রয় ও সরবরাহ শাখা)
২	পঞ্চগড় কারাগারের খালি জায়গায় রেস্ট হাউস নির্মাণ সংক্রান্ত;	পঞ্চগড় জেলা কারাগারের জেলার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ আখেরুল ইসলাম জানান যে, পঞ্চগড় জেলা পর্যটন এরিয়া হওয়ায় পরিদর্শী কর্মকর্তাদের জন্য সার্কিট হাউসে রুম পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। পঞ্চগড় জেলা কারাগারের পশ্চিম পার্শ্বে মোট ২.৭৫ একর ফাঁকা জমি রয়েছে (০.৭৫ একর পুকুরসহ)। উক্ত ফাঁকা জমিতে রেস্ট হাউস নির্মাণ করা হলে পরিদর্শী কর্মকর্তাদের আবাসন সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি জমিটি দখলে রাখা সম্ভব হবে।	এ বিষয়ে বিভাগীয় কারা উপ মহাপরিদর্শক, রংপুরকে কারা উপ মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন) এর সাথে সমন্বয়পূর্বক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়।	(পঞ্চগড় জেলা কারাগার), বিভাগীয় দপ্তর, রংপুর ও কারা অধিদপ্তর (উন্নয়ন শাখা)
৩	পুরাতন আরপি গেইটগুলো পুনঃনির্মাণ;	নাটোর জেলা কারাগারের জেলার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব শেখ মোঃ রাসেল জানান যে, নাটোর জেলা কারাগারসহ দেশের অনেক কারাগারের আরপি গেইট অনেক পুরাতন এবং নড়বড়ে। যে কারণে জুলাই আন্দোলনের মত বিশেষ পরিস্থিতিতে বহিরাগত লোকজন আরপি গেইট ভেঙ্গে কারাভ্যন্তরে প্রবেশ করে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করতে পারে। এজন্য নাটোর জেলা কারাগারসহ অন্যান্য সকল কারাগারে উন্নতমানের আধুনিক ও শক্তিশালী আরপি গেইট নির্মাণ করা প্রয়োজন।	কারা মহাপরিদর্শক জানান যে, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয়/ জেলা কারাগার ও কারা অধিদপ্তর (উন্নয়ন শাখা)
৪	জেলারদের দায়িত্ব ভাতা;	নাটোর জেলা কারাগারের জেলার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব শেখ মোঃ রাসেল জানান যে, তিনি নাটোর জেলা কারাগারে ভারপ্রাপ্ত জেলার হিসেবে কর্মরত আছেন। ভারপ্রাপ্ত জেলার হিসেবে কর্মরত থাকায় তিনি দায়িত্বভার ভাতা উত্তোলন করেন। কিন্তু বিভাগীয় নিরীক্ষায় আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যে, ভারপ্রাপ্ত থাকা অবস্থায় কোন কর্মকর্তা দায়িত্বভার ভাতা প্রাপ্য নয়। এমতাবস্থায়, জেলাররা যাতে দায়িত্ব ভাতা পেতে পারেন সেজন্য চলতি দায়িত্ব প্রদানের অনুরোধ জানান।	কারা মহাপরিদর্শক মহোদয় সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (অর্থ)-কে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন।	কারা অধিদপ্তর (সংস্থাপন ১ শাখা ও অডিট শাখা)
৫	বন্দিদের বিজ্ঞ আদালতে হাজিরার সময় কারারক্ষী নিয়োগ সংক্রান্ত;	মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেলার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন শেখ জানান যে, বিচারাধীণ বন্দিদের বিজ্ঞ আদালতে পুলিশের মাধ্যমে হাজির করা হয়। বন্দিদের বিজ্ঞ আদালতে হাজিরার সময় ০১ জন করে কারারক্ষী নিয়োগ করা হলে নিরাপত্তা ঝুঁকি কমে যাবে।	কারা মহাপরিদর্শক মহোদয় জানান যে, বিচারাধীণ বন্দিদের বিজ্ঞ আদালতে হাজিরার সময় কারারক্ষী নিয়োগের সুযোগ কারা বিধিতে রাখা হয়নি। কারাগার হতে কারেকশনাল সার্ভিস হওয়ার আইনগত রুপান্তরের সময় বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনা করা হবে।	কারা অধিদপ্তর (আইন শাখা)

৬	ভালো ও খারাপ উভয় কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ;	মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেলার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন শেখ জানান যে, কারাগারে কর্মরত কর্মকর্তাদের শুধু খারাপ কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের খারাপ কাজের পাশাপাশি ভালো কাজের রেকর্ড সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সঠিক মূল্যয়ন হবে।	কারা মহাপরিদর্শক মহোদয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভালো ও খারাপ উভয় কাজের রেকর্ড সংরক্ষণের লক্ষ্যে একটি অ্যাপস তৈরি করার জন্য কারা অধিদপ্তরের আইসিটি সেলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	কারা অধিদপ্তর (আইসিটি সেল)
৭	আর্থিক নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ;	মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেলার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন শেখ জানান যে, জেলারদের আর্থিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে জেলারগণ সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।	কারা মহাপরিদর্শক মহোদয় জেলারদের আর্থিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলে অন্তর্ভূক্ত করার নির্দেশ প্রদান করেন।	কারা অধিদপ্তর (প্রশিক্ষণ শাখা)
৮	পদক প্রবর্তন;	মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেলার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন শেখ জানান যে, কারাগারে কর্মরত কর্মকর্তাদের ভালো কাজের জন্য পদক প্রদানের প্রথা চালু করা হলে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ভালো কাজের জন্য উৎসাহিত হবে।	কারা মহাপরিদর্শক মহোদয় জানান যে, কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ভালো কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতি বছর ১৫টি পদক প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	কারা অধিদপ্তর (প্রশিক্ষণ শাখা)
৯	মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ড ওয়াস ইত্যাদি কেন্দ্রীয়ভাবে ক্রয় করে সরবরাহ করা;	ঝালকাঠী জেলা কারাগারের জেলার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম জানান যে, করোনাকালীন সেনা কল্যাণ সংস্থা হতে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ড ওয়াস ইত্যাদি কেন্দ্রীয়ভাবে ক্রয় করে কারাগারসমূহে সরবরাহ করা হতো। বর্তমানেও এই ব্যবস্থা বহাল রাখার অনুরোধ জানান।	কারা মহাপরিদর্শক মহোদয় জানান যে, কারাগারসমূহে কমান্ড ফান্ডের ৩৩% অর্থ সংরক্ষিত থাকে। উক্ত অর্থ দ্বারা প্রয়োজনীয় মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ড ওয়াস ইত্যাদি ক্রয় করে স্টাফ ও বন্দিদের সরবরাহ করা যেতে পারে।	সকল কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগার

(vii) বিবিধ: এ পর্যায়ে অতিক্তি কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও অর্থ) বাংলাদেশ কারা কর্মচারী নিরাপত্তা প্রকল্প ও বাংলাদেশ কারা কর্মচারী পরিবার স্বাস্থ্য স্কিমের আয়-ব্যয়ের একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন (**পরিশিষ্ট চ**)।

(viii) সম্মানিত কারা মহাপরিশর্ক মহোদয় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবান জানিয়ে উত্থাপিত পয়েন্টসমূহের উপর আলোচনা শেষ করেন।

(ix) এ পর্যায়ে মাদক সচেতনতা, স্টাফ কল্যাণ ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সচেতনতা মাস উপলক্ষ্যে ১৪টি কারাগারকে পুরস্কৃত করা হয় (**তালিকা পরিশিষ্ট ছ**)।

(x) অতঃপর পদোন্নতিপ্রাপ্ত হয়ে বদলিজনিত কারণে কর্নেল মোঃ তানভীর হোসেন, অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক এবং অবসরজনিত কারণে জনাব নূরশেদ আহমেদ ভূইয়া (অতিরিক্ত উপ কারা মহাপরিদর্শক), জনাব মোহাম্মদ মোকাম্মেল হোসেন (সিনিয়র জেল সুপার) ও জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান (জেল সুপার)- কে ক্রেস্ট ও ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

২৯.১.২৬

(আবুল বাশার)
সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা
ও
সদস্য সচিব
জেলার সম্মেলন-২০২৬